কুষ্টিয়ায় ইউএনওর বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বিবি করিমুন্নেছার দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে ঝাড়ু মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে স্থানীয় এলাকাবাসী।

বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১১টায় মিরপুর উপজেলা শহরের ঈগল চত্বরে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে সমাবেশে ইউএনওর বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনের কাজে উদাসীনতা ও আওয়ামী লীগর পুনর্বাসন করার মতো বিভিন্ন অভিযোগ তোলা হয়।

এ ছাড়া দ্রুত দায়িত্ব হস্তান্তর না করলে রোববার (২ মার্চ) ইউএনওকে নিজ কার্যালয়ে তালাবদ্ধ করে রাখা হবে বলেও ঘোষণা দেওয়া হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ইউএনও বিবি করিমুন্নেছা মিরপুরে যোগদানের পর থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আসছেন। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের পদধারীদের নিয়ে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আইনশৃঙ্খলা মিটিং করেছেন। তিনি আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন করার চেষ্টা করছেন। তাকে মিরপুর থেকে বদলি করা হয়েছে। তবুও এখন পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। বক্তারা এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

উল্লেখ্য, বুধবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) জণপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মাঠ প্রশাসন-২ শাখার উপসচিব আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে বিবি করিমুন্নেছাকে পদায়নের মাধ্যমে বদলি করা হয়ে। তাকে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। সেখানে তিনি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

এর আগে ইউএনও বিবি করিমুন্নেছার বিরুদ্ধে উপজেলা পরিষদের দুটি প্রবেশদ্বার বন্ধ রাখা, উপজেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিসের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ বন্ধ ও আওয়ামী লীগ পদধারী চেয়ারম্যানদের নিয়ে আইনশৃঙ্খলা সভা করায় অভিযোগ ওঠে।

তবে এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইউএনও বিবি করিমুন্নেছা। তিনি জানান, আমি সব সময় নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি। কোনো অনৈতিক কাজকে সমর্থন করিনি, কাউকে সুবিধাও

দেয়নি। এতে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হতে পারেন। তাতে আমার কোনো যায় আসে না। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে উপজেলাবাসীর কল্যাণে কাজ করার চেষ্টা করেছি।

ঝিনাইদহ হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স চালকের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের অ্যাম্বলুন্সে চালক বকুল মিয়ার বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের করেছেন রোগী ও স্বজনের।

জানা গেছে, বকুল মিয়া ২০০৮ সালে সদর হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স চালক হিসেবে যোগদান করেন। এর পর কয়েক দফায় তাকে বদলি করা হয়। সম্প্রতি ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি আবারো সদর হাসপাতালে যোগদান করেন। এরপর থেকে নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, বকুল মিয়া নিজে অ্যাম্বুলেন্স না চালিয়ে অধিকাংশ সময় তার ছেলের দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স চালান। কোনো সংকটাপন্ন রোগীকে দূরে রের্ফাড করলে তিনি ওই রোগীর স্বজনদের সঙ্গে মোটা অংকের ভাড়া চুক্তি করে অন্য অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেন। নিজের তিনটি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে তার। যা নিয়ম বর্হিভূত। এছাড়াও হাসপাতাল এলাকায় প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স চালকদের নিয়ে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন। যাদের দ্বারা প্রতিনিয়িত হয়রানির শিকার হচ্ছেন রোগ ও স্বজনেরা।

আরাফাত হোসেন নামের এক রোগীর স্বজন বলেন,‘আমার বোন সদর হাসপাতালে ভর্তি ছিল। তার অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় চিকিৎসকেরা তাকে ঢাকায় রের্ফাড করে। পরে আমারা সদর হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় যাওয়ার জন্য সাড়ে আট হাজার টাাকায় ভাড়া করি। হাসপাতাল থেকে কিছু পথ যাওয়ার পর দেখি অ্যাম্বুলেন্স চালক বুকুল মিয়া গাড়ী বন্ধ করে বসে আছে। আধা ঘন্টা পর ঢাকার একটি হাসপাতালের আ্যাম্বুলেন্সে

আমাদের তুলে দেয়। পেও জানতে পারি ওই অ্যাম্বুলেন্স চালককে তিন হাজার টাকা দিয়েছেন বকুল মিয়া।’

অভিযোগের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স চালক বকুল মিয়া।

এ ব্যাপারে সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এসেছে। আমরা ঊর্ধতন কতৃপক্ষের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।’

সারের কৃত্রিম সঙ্কট, ভোগান্তিতে কৃষক

মেহেরপুরে গম, ভুট্টা, তামাক ও আলুর আবাদের ভরা মৌসুমে সার নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন কৃষকেরা। এক বস্তা সার সংগ্রহ করতেই চাষিদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। সার মিললেও বস্তাপ্রতি ক্ষেত্রবিশেষে গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা।

এদিকে ডিলারদের দাবি, একই কৃষক তাদের বিভিন্ন আত্মীয়ের নামে বার বার সার তুলছেন। যার ফলে সার দিতে একটু সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামের সার ডিলারদের গুদামের সামনে সারের জন্য আইডি কার্ড হাতে কৃষকদের দীর্ঘ লাইন। কখন মিলবে সার এমন প্রতিক্ষায় ঠাঁই দাঁড়িয়ে কৃষক ও কৃষাণিরা। কেউ সার নিয়ে ফিরছেন বাড়ি, আবার অনেকেই ফিরছেন খালি হাতে। কৃষকদের অভিযোগ ডিলার ও সাব ডিলারদের অনিয়মের কারণে এবং ডিলাররা খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বেশি দামে সার বিক্রির কারণে সারের এমন কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়েছে বলেও চাষিরা অভিযোগ তুলেছেন।

তবে কৃষি বিভাগ বলছে, সারের কোনো সংকট নেই। কারখানায় সার উৎপাদনে কিছুটা দেরি হওয়ায় এমন সমস্যা হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য

অনুযায়ী, মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশন (বিসিআইসি) কর্তৃক অনুমোদিত সার ডিলার রয়েছেন ৩৫ জন এবং বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক অনুমোদিত সার ডিলার রয়েছেন ৬৮ জন। এসব ডিলারদের মধ্যে সদর উপজেলায় ১৩ জন, মুজিবনগর উপজেলায় ১০ জন এবং গাংনী উপজেলায় ১২ জন ডিলার রয়েছেন। এদের সঙ্গে কৃষকদের সারের সংকট কাটাতে শুধুমাত্র গাংনী উপজেলাতে বিএডিসি এবং বিসিআইসির সাব ডিলার রয়েছেন ১৫৪ জন। এসব ডিলার ও সাব ডিলাররা প্রতিবছর সার বরাদ্দ পান। জেলা কৃষি সম্প্রসারণের তথ্যে জানা গেছে, টিএসপি ১৫ হাজার ২৯৯ টন, ইউরিয়া ৩ হাজার ৬৩৭ টন, ডিএপি ১৪ হাজার ৮৬১ টন এবং পটাশ ১২ হাজার ৯৩৯ টন সার বরাদ্দ পান।

তবে ডিসেম্বর মাসের চাহিদায় টিএসপি ১ হাজার ৭৮১ টন, ডিিএপ ২ হাজার ৪৪২ টন, ইউরিয়া ৪ হাজার ৯৬৪ টন এবং পটাশিয়াম ২ হাজার ৮২৪ টন সার পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে চলতি মাসের (ডিসেম্বর) সব সারই তুলেছেন সংশ্লিষ্ট ডিলাররা। ৫০ কেজির এক বস্তা টিএসপি সারের সরকারি মুল্য ১৩৫০ টাকা। ডিএপি ১০৫০ টাকা, এমওপি ১০০০ টাকা এবং ইউরিয়া ১৩৫০ টাকা।

কিন্তু ডিলারদের নিকট থেকে প্রয়োজন মোতাবেক সার না পেয়ে কৃষকদের বিভিন্ন দেকান থেকে অতিরিক্ত টাকা দিয়ে সার কিনতে হচ্ছে।

গাংনী উপজেলার কয়েকটি ডিলারদের গুদামের সামনে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে কয়েকশ মানুষ সারের জন্য অপেক্ষা করছে। বেশ কয়েকজন কৃষক অভিযোগে বলেন, আমরা দুদিন সার কিনতে এসে ফিরে গেছি। অনেক মানুষের লাইন। আজকে পাব কি না তা জানি না।

একই ব্যক্তিকে বিসিআইসি ও বিএডিসি ডিলার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে ডিলাররা দুই স্থান থেকে উত্তোলনকৃত সার দিচ্ছেন। লোকবল সংকটের কারনে সার দিতে দেরী হওয়ার কথা জানান কৃষকরা।
কৃষকরা জানান, একই ব্যক্তিকে দুই প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স না দিয়ে পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে ডিলার নিয়োগ করা হলে আমরা তাড়াতাড়ি সার পেতাম।

শুধু তাই নয়, মেহেরপুর গাংনী শহরের সার ব্যবসায়ী বিএডিসি ডিলার তরিকুল ইসলামের দোকানে সার ক্রয় করতে গিয়েও সার না পেয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে অনেক কৃষককে। এছাড়া জেলা কৃষক লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শাহ তার নিজের নামে বিএডিসি ও বিসিআইসি

থেকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ৪টি ডিলার নিয়োগ নিয়ে গাংনী উপজেলার চাষিদের মাঝে সার বিক্রয় করছেন।

এদিকে বিসিআইসি ডিলার সমিতির মেহেরপুর জেলা সভাপতি হাফিজুর রহমান হাপির রয়েছে হক এন্টারপ্রাইজ, সম্রাট এন্টারপ্রাইজ ও আকছেদ এন্টারপ্রাইজ নামে ৩টি ডিলারশিপ। পৃথক নামে হলেও সবই পরিচালনা করেন হাফিজুর রহমান।

গাংনীর ষোলটাকা গ্রামের কৃষক ছামিদুল ইসলাম বলেন, ষোলটাকা ইউনিয়নের বিসিআইসি সার ডিলার গাংনী হাসপাতাল বাজারে ব্যবসা করে থাকে ইউনিয়নে তার কোন সারের ব্যবসা নেই।

বানিয়াপুকুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে আকবর জানান, ইউনিয়নে কোনো সার ডিলার না থাকায় ১০ কেজি সারের প্রয়োজন হলেও বাজারে সার কিনতে যেতে হয়।

বিসিআইসির সাব ডিলার তেরাইল গ্রামের আব্দুর রহিম বলেন, ডিসেম্বর মাসের বরাদ্দ প্রতি মাসে ১৩৮ ইউরিয়া, ৫৬ ডিএপি, ফসফেট ৪৯ বস্তা, পটাশ ৩০ বস্তা। এমন বরাদ্দকৃত সারে কৃষকের চাহিদা পূরুণ হচ্ছে না।

খুচরা ডিলার সভাপতি মো. শাহিনুল ইসলাম শাহিন বলেন, ১৪ মাস খুচরা ডিলাররা সার পায় না। তিনবার জেলা প্রশাসকের বরাবর আবেদন করেও কোনো প্রতিকার পাইনি। খুচরা ব্যবসায়ীদের সার দিলে এমন সমস্যা তৈরী হতোনা।

সাধার সম্পাদক মোমতাজ উদ্দিন বলেন, বিসিআইসির ডিলাররা আমাদের সার দেয়নি প্রায় এক বছর। আমাদের মাধ্যমে সার দিলে কোন কৃষকের সারের অভাব হবে না।

বিসিআইসি ডিলার সমিতির মেহেরপুর জেলা সভাপতি হাফিজুর রহমান হাপি বলেন, কৃষকদের সার দেওয়ায় নিয়ে কোনো অনিয়ম হচ্ছে না। কৃষকরা একটু ধৈর্য্য ধরলে সবাই সার পাবেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের অনিচ্ছা থাকা সত্বেও দুই প্রতিষ্ঠান থেকে ডিলারশীপ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিবছর তামাক কোম্পানিগুলো প্রণোদনা হিসেবে সার দিত তামাক চাষিদের।এবার সার না দিয়ে নগদ টাকা দিয়েতে তাই সারের প্রয়োনীয়তা বেড়ে গেছে।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ

হালদার বলেন, জেলায় চাহিদা অনুযায়ী সার পাচ্ছি। মেহেরপুর জেলায় প্রতিবছর এসময় কৃষকরা আলু,তামাক,তুলা,গম,ভুট্রার আবাদ করেন। যার ফলে সারের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গেছে। এছাড়া সার কারখানায় সার উৎপাদনেও কিছুটা ধীরগতি। তবে শিঘ্রই সমস্যা কেটে যাবে।

ঝিনাইদহের মিঞা জিন্নাহ আলম ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার মিঞা জিন্নাহ আলম ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ তরিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আসছে নানা অনিয়মের অভিযোগ। নিয়োগ বাণিজ্য করে তিনি গড়েছেন অঢেল সম্পদের পাহাড়। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কলেজটি। নানা অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য আলোচিত এই অধ্যক্ষ চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার সময় পড়েছেন গ্যাড়াকলে।

নিয়োগ জালিয়াতি করে একই পদে দুইজন শিক্ষক নিয়োগ, ডিগ্রি থেকে উচ্চমাধ্যমিক শাখায় ও উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি শাখায় স্থানান্তর করেও কামিয়েছেন কাড়ি কাড়ি টাকা। ২০১৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপান উমেদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাব্দার হোসেন মোল্লা। ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হতে হলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক স্বশিক্ষিত সাব্দার হোসেন মোল্লাকে ডিগ্রি পাস দেখিয়ে শিক্ষাবোর্ডে সুপারিশ পাঠিয়েছেন। একই সাথে বিদ্যুৎসাহী পদে মোস্তাফিজুর রহমানকে মনোনীত করে সুপারিশ পাঠান। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, মোস্তাফিজুর রহমানেরও শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিলনা বিদ্যুসাহী সদস্য হওয়ার।

২০১৩ সালের ২২ আগস্ট এই দুইজনের পক্ষে ডিও লেটার দেন তৎকালীন এমপি আব্দুল হাই। আদতে সাব্দার হোসেন মোল্লার প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই বলে জানাগেছে। কাজেই শিক্ষানীতিমালা অনুযায়ী তিনি কোন ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হতে

পারেন না। অথচ এই কমিটি দিয়ে ২০১৫ সালের জুন মাসে জালিয়াতির মাধ্যমে ৭টি পদে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে হাতিয়েছেন প্রায় কোটি টাকা। খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, সাব্দার হোসেন মোল্লা গাড়াগঞ্জ গার্লস স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ছিলেন সেখানে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখান এসএসসি পাস।

অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নিয়োগ দিয়ে কোটি কোটি টাকার নিয়োগ বাণিজ্য নিয়ে সম্প্রতি প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার লোকজন। তারা এই কমিটির নিয়োগ দেওয়া শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের অবৈধ বলে দাবি করেন। তারা বলেন, এসব নিয়োগ বাতিল করে পূণরায় স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দিতে হবে। এবিষয়ে জানতে সাবেক অধ্যক্ষ তরিকুল ইসলামের মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। জানাগেছে, দুর্নীতির মাধ্যমে তিনি হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বিভিন্ন জায়গাসহ কুষ্টিয়া শহরে নামে বেনামে বিপুল সম্পত্তি গড়ে তুলেছেন।

মেহেরপুরে চিকিৎসক ভাতিজার বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ সংবাদ সম্মেলন চাচার

বন্টনকরা মিমাংসিত জমি দখল করে ভবন নির্মাণের অভিযোগ তুলে চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটনের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার দুই চাচা আব্দুল হালিম ও মনিরুল ইসলাম।

আজ সোমবার (০৪ নভেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে তারা এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে আব্দুল হালিম বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মৌজায় আমার পৈত্রিক সম্পত্তি ২৯ শতকের মধ্যে ১২ শতক জমি ২০০৪ সালের ১৪ মে বণ্টননামা মূলে পেয়ে আমি ভোগ দখল করি এবং আমার অংশের ডোবা শ্রেণীর জমি আমি অনেক অর্থ ব্যয়ে মাটি ভরাট করে পাকা একতলা বসত বাড়ী নির্মাণ করি। আমার ভাই মোঃ আব্দুল লতিব তার ছেলে

মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন, ছোট ছেলে আমির হাসান হিমেল (মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক) আমাদের পৈত্রিক বাড়ীতে বসবাস করে এবং আমাদের পিতার মৃত্যুর পর আমার অংশের মূল্য অনুমান ২০ বৎসর পূর্বে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নির্ধারণ করে আমাকে নগদ অর্থ পরিশোধ করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে আমাকে কোন অর্থ প্রদান করে নি, টাকা চাইতে গেলে খুন জখমের হুমকী দেয়।

আমার দীর্ঘদিনের ভোগ দখলকৃত মেইন রাস্তা সংলগ্ন বাড়ির সামনে ০৩ শতক জমি জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতেছে। এমতাবস্থায়, আমার লতিব ও তার দুই ছেলে আমার অসহায়ত্বের সুযোগে গত ১২ অক্টোবর সকাল অনুমান ১০ টার দিকে অন্যায়ভাবে বিভিন্ন লোক মারফত হুমকী প্রদান করে এবং পরের দিন জায়গার উপর গাছ কেটে ফেলে আমাকেসহ আমার পরিবারের সদস্যদের মারধর করে জমিটি জবরদখল করে নেয়। পরবর্তীতে আমরা আদালতের স্মরাণাপন্ন হয়। মামলা দায়ের করলে আদালত দখলকৃত জমির উপর ১৪৫ ধারা জারি করে স্থিতি অবস্থানে থাকার জন্য উভয়পক্ষকে নোটিশ প্রদান করেন।

আদালতের আদেশ অমান্য করে গত ২০ অক্টোবর আব্দুল লতিব, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আমির হাসান হিমেল ও মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন সন্ত্রাস বাহিনী নিয়ে দখলকৃত জমিতে অনাধিকার প্রবেশ করে জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা করে। তাদের বাধা দিতে গেলে ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে মেহেরপুর জেলা কারাগারের ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন নিজে সহ তার নির্দেশে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আমির হাসান হিমেল আমার স্ত্রীকে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মারে এবং মাথার চুল ধরে মাটিতে টানাহেচড়া করে। এসময় আব্দুল হালিমের স্ত্রী রজিনার দেবর মনিরুল ইসলাম চঞ্চল তাকে বাঁচাতে ছুটে এলে তাকেও মারধর করে গুরুত্বর আহত করে।

দর্শনায় প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীনের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা মেমনগর বিপ্রদাশ মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের দৃর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীন আহমেদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্নসাতের নিরিক্ষা ও তদন্তের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্টিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে ছাত্র ছাত্রীরা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

শিক্ষার্থীরা এ সময় বলেন, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপি আলী আজগার টগরের যোগসাজশে স্কুলের বিভিন্ন ফান্ডের টাকা আত্নসাত করেছে বলে ছাত্র ছাত্রীরা অভিযোগ করেন। এমপির দাপটে ল্যাবের ভিতরে ছাত্র ছাত্রীদের ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীনের বিরুদ্ধে ছাত্র ছাত্রীরা বলেন স্কুলের বিভিন্ন বাজেট আসে সে সব টাকাও আত্নসাত করেছে বলে অভিযোগ করে।এ সব দৃর্নীতিবাজ শিক্ষককে তদন্ত পৃর্বক ও প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগের দাবিতে মানববন্ধন করে ছাত্র ছাত্রীরা। পরে ছাত্র ছাত্রীরা দর্শনা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদিক্ষন ও বিক্ষোভ মিছিল করে।এ মানববন্ধন আয়োজন করে প্রক্তন ও অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীরা ।

এ বিষয়ে মেমনগর বিপ্রদাশ মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দীনের সাথে যোগাযোগ করা হলে মুঠো ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে মেমনগর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক একরামুল হক বলেন,অর্থ আত্নসাতের বিষয় তদন্তের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। এছাড়া জেলা শিক্ষা অফিস ডিসি অফিস ও প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্বারকলিপি প্রদান করেছি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা মাধ্যামিক শিক্ষা অফিসার এস এম বজলুর রশিদকে কয়েকবার ফোন দিলেও ফোন রিসিভ করেনি।

মুজিবনগরের বালি ও মাটি খেকো জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে নানা অপকর্মের অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগরের বালি ও মাটি খেকো জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে নানা অপকর্মের অভিযোগ উঠেছে। অবৈধ বালি উত্তোলন ও বিক্রি, বিভিন্ন জায়গার মাটি জোর পূর্বক কাটা, অন্য মাটি ও বালি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়সহ ইটভাটা মালিকদের কাছে সুদের বিনিময়ে টাকা দেয়াসহ নানা অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি এক ফল ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদাবাজীর অভিযোগে মামলাও হয়েছে তার বিরুদ্ধে। গত ৫ আগষ্ট শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর গা ঢাকা দিয়েছে বলে এলাকায় গুঞ্জন। তবে অন্তারালে থেকে অবৈধ মাটি ও বালির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানাগেছে।

অনুসন্ধানে জানাগেছে, সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর সুদৃষ্টি থাকায় মুজিবনগরে অবৈধ মাটি ও বালি উত্তোলন ও বিক্রির একচ্ছত্র আদিপাত্য ছিল জাহাঙ্গিরের। মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের বাসিন্দা হলেও তার আদিপাত্য ছিল পুরো উপজেলা জুড়ে। জাহাঙ্গীরের অনুসারিদের নিয়ে সে গড়ে তোলে সিন্ডিকেট। তার আর্শিবাদ ছাড়া কেউই মাটি ও বালির ব্যবসা করতে পারিনি। পুরো উপজেলায় যেখানেই এইচবি রাস্তা নির্মান হোক না কেন, মাটি ও বালি জাহাঙ্গীরের কাছ থেকেই নিতে হবে। তা না হলে প্রতি গাড়িতে ১শ টাকা চাদা দিতে হবে, এটা ছিল জাহাঙ্গীরের আইন।

জান মোহাম্মদ নামের একজন জানান, জাহাঙ্গীর অন্য বৈধ ব্যবসাীদের সে জিম্মি করে ফেলেছে। তার অনুমতি ব্যতীত কেউই ব্যবসা করতে পারবে না বলে নির্দেশ দেই সে। এছাড়াও অনেকেই তার নির্যাতনের শিকার হয়ে পথে বসেছে।

ফিরোজ নামের একজন জানান, মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান, আনন্দবাস, স্বরসতিখাল ও বিশ^নাথপুর ঘাটের মাটি ও বালি সে ক্ষমতার দাপটে তুলে বিক্রি করেছে। একই এলাকার মোসারফ নামের আরেক জন জানান, আমি

৮০০শ গাড়ি মাটি সরকারি রাস্তার ধার দিয়েছি। প্রতি গাড়িতে ১শ টাকা করে জাহাঙ্গীরকে চাদা দিতে হয়েছে।

রাস্তার এইচবি করার জন্য নির্ধারিত কিছু পিআসি ও স্থানীয় ইউপি সদস্য জানান, গোটা উপজেলায় যেখানেই এইচবি করণ আর পাকা রাস্তা নির্মান করা হোক না কেন, জাহাঙ্গীরের সাথে ইট, বালি ও মাটি নিতে হবে। তা না পিআইসি বাতিল না হয় কাজে বাধা দিতো।

শুধু তাই নয় স্থানীয় বেশ কিছু ইটভাটা মালিকও জাহাঙ্গীরের কাছে জিম্মি ছিল। প্রতি সিজনে দাম যাই হোক দুই নাম্বার ইট দিতে হবে ১১ হাজার টাকাই। এবং সেই ইট বিভিন্ন ঠিকাদার ও পিআইসির কাছে বিক্রি করে ১৪ হাজারে।

তার এসব অপকের্মর ব্যাপরে জানতে উপজেলা প্রশাসনের কাছে জানতে চাইলে অফিসিয়ালি কেউই মুখ খুলতে চাইনি। তবে কয়েকজন জানান, সাবেক মন্ত্রীর ভয়ে জাহাঙ্গীরের অপকর্মের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে জাহাঙ্গীরের সাথে যোগাযোগ করা তিনি বিএনপি ও জামায়ত নেতাদের নাম করে সাংবাদিকদের নিউজ না করতে চাপ দেন। সেই সাথে সকল অভিযোগের কথা অস্বিকার করে।

ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতালের সহকারী পরিচালকের বিরুদ্ধে পাহাড়সম দুর্নীতির অভিযোগ

ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতাল ও অন্ধ পুনর্বাসন কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক মিলন হোসেনের বিরুদ্ধে নানা অনিময় ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালের ৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা অভিযোগ সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালকের বরাবর লিখিত ভাবে দিলেও অদৃশ্য কারণে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এতে চরম ক্ষুব্ধ হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

অভিযোগে জানা যায়, মিলন হোসেন ১৯৯৯ সালে চক্ষু হাসপাতালে হিসাব রক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। অন্যান্য কর্মকর্তাদের পদোন্নতী না হলেও কর্তৃপক্ষকে ম্যানেজ করে কয়েকদফায় নিজের পদোন্নতী করিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতী পেয়েছেন।

হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ মিলন হোসেন হাসপাতালের চশমা ক্রয়, সাইনবোর্ড নির্মাণ, মোটর সাইকেলের সেড নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতি করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি অফিসে আসেন না। কর্মচারীদের সাথেও র্দূব্যবহার করেন তিনি। হাসপাতালে সরবরাহকৃত ঔষধ, উপকরণ, লেন্স ক্রয় থেকে শুরু করে সকল কেনাকাটায় অনিয়ম করেন তিনি। হিসাব রক্ষক থাকাকালে অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব পালনের নামে প্রতিমাসে ২৫০০ টাকা নিতেন। নিজের আত্মীয় স্বজনদের বিনামুল্যে চিকিৎসা করান।

হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট সার্জন ডা: মোঃ আব্দুল হালিম বলেন, মিলন হোসেন ঝিনাইদহের সদ্য সাবেক জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলামের সাথে যোগসাজস করে বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই মোটা টাকার বিনিময়ে জনবল নিয়োগ দিয়েছেন। আমাদের কোন পদন্নতী না হলেও তিনি পদোন্নতী বাগিয়ে নিয়েছেন। সম্প্রতি হাসপাতালের কর্মকর্ত-কর্মচারীরা তার বিরুদ্ধে কথা বললে তিনি ছুটির অজুহাতে এখন অফিসে আসেন না। আমরা চাই সমাজসেবা কার্যালয়ে যে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি তার সুষ্ঠু তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

সিনিয়র ল্যাব সহকারী তরিকুল ইসলাম বলেন, এর আগে মিলনের দুর্নীতির ধরে ফেলায় ২ জন কর্মচারীকে বহিস্কার করা হয়। এতদিন তার বিরুদ্ধে আমরা কথা বলতে পারিনি। আমরা হাসপাতালের ৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অভিযোগ দিয়েছি। কিন্তু অদৃশ্য কারণে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমরা যে অভিযোগ দিয়েছি তার সুর্নিদিষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। হাসপাতালের সাধারণ সম্পাদক ও সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক তার বিরুদ্ধে কেন তদন্ত করছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আমরা চাই আমাদের দেওয়া অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করা হোক।

অভিযোগের ব্যাপারে মিলন হোসেন বলেন, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দিয়েছে তার কোন সত্যতা নেই। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আব্দুল কাদের বলেন, যেহেতু জেলা প্রশাসক ওই হাসপাতালের সভাপতি। বর্তমানে জেলা

প্রশাসক নেই এ জন্য তদন্ত কমিটি বা ব্যবস্থা নিতে পারছি না। নতুন জেলা প্রশাসক এলেই অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা নিব।

তথ্য না দিয়ে সাংবাদিককে হয়রানি অভিযোগ গাংনীর ইউএনওর বিরুদ্ধে

গাংনী উপজেলার নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার নিকট তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চেয়ে এখন আতংকের মধ্যে রয়েছেন আবেদনকারী সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ। ইউএনও প্রীতম সাহা এখন সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদের বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি করেছেন এবং নানাভাবে সায়েস্তার পাশাপাশি হয়রানি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এঘটনায় সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের দফতরে আবেদন করেছেন। বিষয়টি তিনি বিভাগীয় কমিশনারকে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিভাগীয় কমিশনার বরাবর লেখা আবেদনে সাংবাংদিক ফয়েজ আহমেদ বলেন, গত ১৩ মার্চ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ০৮ ধারা অনুযায়ী গাংনী উপজেলা প্রশাসনের কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য চেয়ে আমি আবেদন করেছিলাম। সে আবেদনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য দেননি উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। তথ্য না পেয়ে বিধি অনুযায়ী আমি গত ১৫ মে তারিখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে আপিল করি। আপিল সুনানি করে আপিল কতৃর্পক্ষ কোনো আদেশ দেননি। আপিল কর্তৃপক্ষ না দেওয়ায় বিধি অনুযায়ী ২৮ জুন প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করি। প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করার পর থেকেই গাংনী উপজেলা নির্বাহী আফিসার প্রীতম সাহা জানতে পেরে তথ্য না দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত ভাবে মিথ্যা মামলায় আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ৩ জুলাই তারিখে রাত ১১ টার সময় গাংনী থানার একজন এসআই কে আমার গ্রামের বাড়ি বাঁশবাড়ীয়া দক্ষিণপাড়াতে মাদ্ররাসার খোঁজ খবর নেওয়ার নাম করে আমাকে ধরতে পাঠিয়েছিলেন। ওইদিন আমি গ্রামের বাড়িতে না থাকায়

উপজেলা নির্বাহী আফিসারের অপকৌশল কাজে লাগাতে না পেরে। উপজেলা নির্বাহী আফিসার প্রীতম সাহা আমাকে তথ্য না দিয়ে আমার স্বাক্ষর নানা তালবাহানা শুরু করেন। এক পর্যায়ে আমাকে তথ্য দিয়েছেন এবং আমি বুঝে পেয়েছি এমন একটি ভূয়া কাল্পনিক প্রাপ্তী শিকারপত্র তৈরী করেছেন।

তিনি আমাকে তথ্য দিয়েছেন আর আমি তথ্য বুঝিয়া পেয়েছি এমন একটা মিথ্যা প্রাপ্তি শিকার ও আমি তথ্য চেয়ে উপজেলা নির্বাহী আফিসার বরাবর যে আবেদন করেছিলাম ওই আবেদনটি প্রত্যহার করছি এমন একটি চিঠি উপজেলা নির্বাহী আফিসার লিখে আমার সাক্ষর নেওয়ার জন্য গত ৫ জুলাই ৩ জন জনপ্রতিনিধিকে আমার মেহেরপুর শহরের ভাড়া করা বাসায় পাঠিয়েছিলেন। ওই ৩ জন জনপ্রতিনিধি আমার সাক্ষর নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ জোর জুলুম করেছিলেন। কিন্তু উপজেলা নির্বাহী আফিসার পাঠানো ২টি আবেদনে আমি সাক্ষর করিনি। উপজেলা নির্বাহী আফিসারের পাঠানো প্রাপ্তি স্বীকার আবেদনে আমার স্বাক্ষর কেউ যদি নকল করে করে উপজেলা নির্বাহী আফিসারের কাছে দিয়ে থাকে তাহলে সেই প্রাপ্তি স্বীকার ও আবেদনটি গ্রহণ না করার জন্য আবেদন করছি।

এদিকে ফয়েজ আহামেদ আরও বলেন, প্রীতম সাহা সরকারের তথ্য অধিকার আইনকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে আমাকে মামলায় ফাঁসানোর জন্য বিভিন্ন অজুহাত তৈরী করেছেন। ইতোমধ্যে তিনি নিজে ও অন্য এক ব্যক্তিকে দিয়ে গাংনী থানায় আমার নামে মিথ্যা সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন বলে জানতে পেরেছি। ইউএনও প্রীতম সাহার কাছ থেকে তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চেয়ে আবেদন করে আমি এখন প্রাণভয়ে শংকিত রয়েছি।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে সরকারি বরাদ্দের বিভিন্ন তথ্য চেয়ে আবেদন করাই প্রীতম সাহা তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। ফয়েজ আহমেদ অভিযোগ করেন তথ্য না দিয়ে এখন নানাভাবে হয়রানি ও বেকায়দায় ফেলার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ইউএনও প্রীতম সাহা।

এদিকে এ বিষয়ে মতামত জানতে গতকাল সন্ধ্যায় মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয় থেকে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

ভেটেরিনারি সার্জন ছাকিবুলের অনিয়মই যেন নিয়ম!

মেহেরপুর সদর উপজেলার প্রাণি সম্পদ অফিসের ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ সৈয়দ ছাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের দুর্নীতির নানা অভিযোগ উঠেছে।

এক্সপোজার ভিজিটের টাকা আত্মসাৎ, সরকারি ডরমেটরি কর্মচারির নামে বরাদ্দ নিয়ে নিজে বসবাস, জরুরী সেবায় ব্যবহৃত এমভিসি গাড়িটি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার, চিকিৎসা সেবা প্রদান করে খামারীদের কাছ থেকে অর্থ নেয়া, নিজে চিকিৎসা না দিয়ে বহিরাগতদের দিয়ে প্রতিদিন হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদানসহ সীমাহিন অনিয়ম ও দুর্ব্যবহারে ভুক্তভোগীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ডা. সৈয়দ ছাকিবুল ইসলাম ২০২১ সালে ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসে যোগদান করেন । বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্বে আছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাণি সম্পদ দফতর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এক্সপোজার ভিজিট বাবদ বরাদ্দ এসেছে ১১ লাখ ৩৯ হাজার ৫০০ টাকা। এক্সপোজার ভিজিট বলতে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য এক দল খামারিকে তাদের এলাকা থেকে অন্য এলাকার একটি খামার পরিদর্শনকে বোঝায়। অন্য এলাকার খামারিরা যেসব নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন বা উন্নয়ন সাধন করেছেন বা গবেষণা কেন্দ্রে বা খামারে যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে সেসব কার্যক্রম ভিজিটের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকার খামারিদের প্রদর্শন ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করানো হয়। এ বিষয়ে ব্যয় বাবদ অংশগ্রহণকারীদের ভাতা, এলএসপি ভাতা, ভিএস/ইউএলওদের সম্মানি, পরিবহন খরচ এবং খাবার বাবদ খরচ হয়ে থাকে। ৬৩০ জনের উপর এই ব্যয় হবার কথা এবং দায়িত্বরত অফিসার ১টি ভিজিটের জন্য সম্মানি হিসেবে ১ হাজার টাকা করে পাবেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এই প্রকল্পে মোট ৫টি এক্সপোজার ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে। চলতি বছর ৬ জুলাই ১ম ভিজিটে চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালায় হাস খামারে ব্যয় হয়েছে ১০০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ৬২ টাকা। ২ জুলাই ২য় ভিজিটে চুয়াডাঙ্গার কোষাঘাটা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ছাগল

খামারে ব্যয় হয়েছে ১৪০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ৪২ হাজার ৮৪৫ টাকা। ৪ জুলাই ৩য় ভিজিটে দামুড়হুদা পোড়াপাড়ার রাজা এগ্রো ফার্মে ব্যয় হয়েছে ১১০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ১২ হাজার ৩৮০ টাকা। ৮ জুলাই ৪র্থ ভিজিটে বারাদি, আলমডাঙ্গার বারাদিতে তাহাজুদ্দিন এগ্রোতে ব্যয় হয়েছে ১২০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ২৩ হাজার ৪৩০ টাকা। ১০ জুলাই ৫ম ভিজিটে কুষ্টিয়ার মিরপুরে দিশা এগ্রো ফার্মে ব্যয় হয়েছে ১৬০ জনের বিপরীতে ১ লাখ ৬২হ হাজার ৯৬০ টাকা। ৫টি ভিজিটে ব্যয় ৬ লাখ ৪১ হাজার ৬৪৭ টাকা। অবশিষ্ট ৪ লাখ ৯৭ হাজার ৫৫৩ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ ছাকিবুল ইসলামের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, তিনি গত ১৩ জুন মেহেরপুর সোনালি ব্যাংক থেকে বরাদ্দের ১১ লাখ ৩৯ হাজার ৫০০ টাকা একসাথে উত্তোলন করেন।

অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, পশু-পাখির জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ক্লিনিকের জন্য এমভিসি নামক একটি ডাবল কেবিন পিকআপ আছে। দ্রুততম সময়ে খামারিদের দোরগোড়ায় জরুরী চিকিৎসাসেবা পৌছানোর জন্য এই গাড়িটি ব্যবহার হয়ে থাকে। খামারিরা বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা পাওয়ার কথা। এর জন্য গাড়িটির একটি হটলাইন নাম্বার ১৬৩৫৮ রয়েছে। এখানে ফোন করে তাৎক্ষণিক সেবা পাওয়া সম্ভব। ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ ছাকিবুল ইসলাম এই গাড়ি ব্যবহার করে খামারিদের সেবা দিচ্ছেন, বিনিময়ে অর্থ নিচ্ছেন নিয়মিত।

মেহেরপুর সদর উপজেলার উত্তর শালিকা গ্রামের খামারি সাইফুল ইসলামের কাছে থেকে সেবা দিয়ে টাকা দাবি করেছেন ২২০০ টাকা। খামারি তাকে দিয়েছেন ২০০০ টাকা। একইভাবে শুভরাজপুরের সিরাজের ছেলে খামারি মনিরুল দিয়েছেন ৩৫০০ টাকা। একই গ্রামের ঝন্টু মিয়ার ছেলে খামারি তাহেরের কাছ থেকে ৪০০০ টাকা, একই গ্রামের সিরাজের ছেলে খামারি আমিরুলের কাছ থেকে ২ কিস্তিতে ৩০০০ টাকা, হরিরামপুর গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে খামারি শুভ’র কাছ থেকে ২ মাস আগে ৫ হাজার টাকাসহ আরো অনেকের কাছ থেকে চিকিৎসা বাবদ টাকা নিয়েছেন।

জানা গেছে, প্রাণি সম্পদ সদর অফিসের ২য় তলায় ডরমেটরি আছে। কর্মকর্তা-কর্মচারিরা বেতনের বাড়ি ভাড়া অংশের ২৫ শতাংশ টাকার বিনিময়ে রুম ভাড়া নিতে পারেন। ভেটেরিনারি সার্জনের মূল বেতন বেশি হওয়ায় নিজের নামে ডরমেটরি ভাড়া না নিয়ে কর্মচারি নাজমুল হক (ভিএফএ) এর নামে ১টি রুম বরাদ্দ দেখিয়ে ২টি রুম ফ্যামিলি নিয়ে ব্যবহার করছেন। অফিস সহকারি আজহারুল ইসলাম বলেন, প্রতি মাসে নাজমুল হক (ভিএফএ) ১২০৪ টাকা ডরমেটরির ১টি রুমের ভাড়া বাবদ সোনালি ব্যাংক প্রধান শাখায় চালানের মাধ্যমে জমা দেন। সেখানে

২টি রুম নিয়ে পরিবারসহ বসবাস করছেন ডাঃ সার্জন ছাকিবুল ইসলাম।

সরেজমিনে দেখা যায়, কোনো প্রকার চিকিৎসা সম্পর্কিত ডিগ্রী না থাকা সত্ত্বেও প্রাণি সম্পদ হাসপাতালের আউটডোরে প্রেসক্রিপশন লিখছেন, বিভিন্ন ধরনের অপারেশন করছেন এবং রেজিস্টার খাতা লিখছেন। রোগীর মালিকের নাম, রোগের বিবরণ এবং চিকিৎসা রেজিস্টার খাতায় লিখতে হয়। সেই খাতাটিও বহিরাগতদের দিয়ে করানো হচ্ছে। যা ভেটেরনারি সার্জনের কাছে রেজিস্টার খাতা থাকার কথা। নাজমুল, জনি রাহা, মুফাক্ষেরসহ বহিরাগত আরো অনেকে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন। সাংবাদিক দেখে অনেকেই দৌড়ে পালিয়ে যান। উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা (ইউএলও) ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও নেমপ্লেটে ভারপ্রাপ্ত শব্দটি না লিখে প্রতারণা করছেন ডাঃ ছাকিবুল ইসলাম। এছাড়াও তার চেম্বারের পুরো টেবিলটিতে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানী থেকে দেওয়া ওষুধের নাম সম্বলিত সিল রাখা হয়েছে।

অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে ভেটেরিনারি সার্জন ডাঃ ছাকিবুল ইসলাম সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সবকিছু নিয়মের মধ্যে করা হয়েছে। অন্যান্য প্রকল্পের তথ্য চাওয়া হলে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করতে বলেন তিনি।

এ বিষয়ে জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ দেবেন্দ্র নাথ সরকার (অ.দা.) বলেন, সদর ভেটেরিনারি সার্জন ডা. ছাকিবুল ইসলামের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।